ঝিনাইদহে নানা আয়োজনে বড়দিন উদযাপন

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে নানা আয়োজনে ঝিনাইদহে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন উদযাপিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৫ডিসেম্বর) সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার ব্যাপিষ্ট চার্চে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। পরে পবিত্র বাইবেল থেকে আলোচনা ও প্রার্থনা করা হয়।

প্রার্থনা করেণ রেভারেষ্ট হেনরী প্রদীপ বৈদ্য। পরে কেক কেটে বড় দিনের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এছাড়াও দিনব্যাপী কীর্তনের পাশাপাশি ধর্মীয় গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজ

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট। বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেকে নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা।

আজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে।

অনুযায়ী খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান

দুই দফা দাবিতে মেহেরপুরে মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের পথযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। আজ সোমবার (২ ডিসেম্বর) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

মেহেরপুর জেলা তাবলীগ জামাতের আমির ডা: আব্দুল বাকীর নেতৃত্ব হাজারো সমর্থকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পথযাত্রা শেষে সমবেত হয়।

স্মারকলিপিতে তাদের দাবি, কোনরূপ যৌক্তিক কারণ ছাড়াই দাওয়াত ও তাবলীগের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারছেন না। বিগত ৭ বছর ধরে কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যবান বক্তব্য শুনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। অথচ তিনি পূর্বে বিশ্ব ইজতেমার প্রধান বক্তা ছিলেন এবং আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করতেন। তিনি বাধাহীনভাবে সারাবিশ্বে তাবলীগের কাজে সফর করে চলেছেন। তাই এ বছর যাতে তাদের বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে আসতে পারেন সেজন্য জোর দাবি জানান তারা।

অপরদিকে বিগত ৭ বছর ধরে মাওলানা জুবায়েরপন্থীগণ তাদের মূলধারার সাথীদের মসজিদে দাওয়াতের কাজ বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার করেন। যা ইসলামি শরিয়ত, বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার স্বার্থে দেশের সকল মসজিদে বাধাহীনভাবে তাবলীগের কাজ পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট আদেশ জারির জন্যও

দাবি করেন মেহেরপুরের মাওলানা সাদ কান্ধলভী পন্থী তাবলীগ জামাতের নেতা-কর্মীরা।

আখেরী মোনাজাতে শেষ হলো কুষ্টিয়া জেলা ইজতেমা

আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো কুষ্টিয়া জেলা ইজতেমা। আজ শনিবার (০২ নভেম্বর) কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশে জেলা ইজতেমার সমাপনী দিনে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণসহ দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

এ সময় মাঠে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের কণ্ঠে ‘আমিন, আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন’ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়।

কুষ্টিয়ায় তিন দিনের জেলা ইজতেমার আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করেন যশোর তাবলীগ জামাতের মুরুব্বির মাওলানা আব্দুর রহমান।

বেলা ১১টা ৫৮ মিনিটে শুরু হওয়া মোনাজাত শেষ হয় ১২টা ১১ মিনিটে। শনিবার দুপুরে লাখো মুসল্লির আমিন আমিন ধ্বনিতে ইজতেমা ময়দান ও আশপাশের এলাকায় এক ধর্মীয় আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সকালে জেলা ইজতেমায় ফজরের নামাজের পর থেকে আখেরি মোনাজাতের পূর্ব পর্যন্ত ঈমান, আমল, ইকরামুল মুসলেমিনসহ তাবলিগের ৬ উসুলের ওপর এবং তাৎপর্যপূর্ণ হেদায়েতি বয়ান চলতে থাকে। ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ধ্যানে মশগুল হয়ে শুনতে থাকেন এসব বয়ান।

পরে ধনী-গরিব এক হয়ে আখেরি মোনাজাতে শরিক হতে কুষ্টিয়াসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার মানুষ ইজতেমার ময়দানে উপস্থিত হন। ছুটে আসেন নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক, কিশোর-শিশু নির্বিশেষে সবাই।

ইজতেমা ময়দানের আশপাশে, বিভিন্ন যানবাহনে বসে মোনাজাতে শরিক হন বহু মানুষ। অনেকেই দূরে থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও মোনাজাতে

শরিক হন।

জামাতে বয়ান রাখেন তাবলীগ জামাতের কুষ্টিয়া জেলার আমীর আতিকুর রহমান, ঢাকা কাকরাইল মসজিদের আমীর অলিউল্লাহসহ বিভিন্ন জেলার আমীরগন।

ইজতেমাস্থলে ছিল নানা আয়োজন। নানা ধরনের সেবা দেওয়ার দৃশ্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এর আগে বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজের পর থেকে আমবয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই জেলা ইজতেমা।

এই ইজতেমায় ইসলামী জীবন বিধান ও ধর্মের আলোকে বয়ান করছেন তাবলীগ জামাতের মুরব্বি ও দেশবরেণ্য আলেমগণ। ইজতেমায় শুক্রবার জুমার নামাজে বিপুল পরিমাণ মুসল্লী অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সাল থেকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে তাবলিগ জামাতের আয়োজনে জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০১৪ এবং ২০১৬ সালে কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং চাঁদাগাড়া মাঠে জেলা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের গড়াই নদীপাড়ে এবং গতবছর মিরপুর উপজেলার মশান বাজারের সন্নিকটে ইজতেমার আয়োজন করা হয়েছিল। এবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশের বিশাল মাঠে এ ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে ইমাম-খতিবদের দ্বায়িত্ব-কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম ও খতিবদের দ্বায়িত্ব-কর্তব্য শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে জেলা ইমাম পরিষদের আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি হাফেজ মাওলানা আশরাফুল আলমের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

প্রধান আলোচক ছিলেন লেখক, অনুবাদক ও গবেষক ড. মাও. শহিদুল ইসলাম ফারুকী। আলোচক ছিলেন, ঝিনাইদহ জামিয়াতুস সুন্নাহ’র উচ্চতর দাওয়াহ ও তুলনামুলক ধর্মবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মুশাহিদ আলী চমকপুরী, জেলার ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তারা, ইসলামের নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ইমামরা বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করেন। সেই সাথে সমাজে সহিংসতা, চরমপন্থা এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষকে ইসলামের শান্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়াও বর্তমান সময়ে সামাজিক সমস্যা যেমন মাদকাসক্তি, নারী ও শিশু নির্যাতন, এবং সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় ইমামদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, জুমার খুতবা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মেহেরপুর বড়বাজার জামে মসজিদের নতুন কমিটি গঠন

অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজনকে সভাপতি ও ওষুধ ব্যবসায়ী সোহেল আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত পরিচালনা কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে এক সভায় অন্তবর্তীকালীন কমিটি ও সাধারণ মুসল্লীদের সিদ্ধান্তে নতুন কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিটি গঠন সভায় সভাপতিত্ব করেন আহবায়ক আব্দুল মালেক বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম কালু, হাজি মনিরুল ইসলাম,

মো: মুস্তাফিজ, মুনির আহমেদ নাহিদ।

২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব আমিরুল ইসলাম হাসা, সহসভাপতি আলহাজ্ব হসান হাবিব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ আব্দুর রকিব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-২ আহসান হাবিব, কোষাধ্যক্ষ নাজমুর সাদাদ বুড়ো, প্রচার সম্পাদক সৈয়দ মঞ্জুরুল হাসান টুটুল, মসজিদের পেশ ইমাম, আলহাজ্ব গোলাম মোর্শেদ চন্দন, রাজিউল হুদা সজল, আলজাজ্ব মো: আব্দুল গনি, জিয়ারুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, মাওলানা মজিবুর রহমান, তাওফিকুল ইসলাম, আব্দুস সোবহান, আনছারুল হক, গোলাম মোস্তফা, ওয়াহেদুজ্জামান বাবু, মনিরুল ইসলাম।

পূজামণ্ডপে গীতা পাঠ করে ভাইরাল জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা

পূজা মন্ডপে গীতা পাঠ করে ফেসবুকে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মাও: মতিয়ার রহমান।

গত বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বাজে বামনদহ হরিতলা পালপাড়া পূজামণ্ডপে বক্তব্যের সময় তিনি গীতার শ্লোক পাঠ করেন। তার সেই গীতা পাঠের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে আলোচনা- সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক মতিয়ার রহমান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে সূরার সদস্য।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মাও: মতিয়ার রহমানের ভিডিওতে দেখা যায়, বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি গীতা পাঠ করেন। সে সময় সনাতন ধর্মাবলম্বী নারীরা উলুধ্বনি দেন ও শঙ্খ বাজান। গীতা পাঠ শেষে আগামীতে নির্বাচিত হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব পালনে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, আমি একা আসি নাই

আমার সাথে বিএনপির নেতারাও আছেন।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, এই কোটচাঁদপুরে আলো বাতাস, মাটি ও মায়া মমতাই আমি বেড়ে ওঠেছি। ইসলামী আদর্শের ব্যক্তি হলেও আমার ভেতর বাস করে একজন ভালো সনাতনী হিন্দু ব্রাহ্মণ, আমার ভেতরে বাস করেন একজন ভালো খ্রিষ্টান এবং একজন ভালো মুসলিমও।

তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্য বলেন, বিশ্বাস করুন হিন্দু ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে মুসলমানদের কোরআন পাওয়ার সাড়ে ৪ হাজার বছর পূর্বে। এই জাতিটা বাস করতো ভারতের কালীকোটের মালমল সিন্দুর হ্রদের অববাহিকায়। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত ওরা সেখানে বাস করেছে।

গত বৃহস্পতিবার দুর্গাপূজার সপ্তমির রাত ১০টার দিকে বাজেবামনদাহ হরিতলা পালপাড়া পূজাম-প পরিদর্শনে যান কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের নেতাকর্মীরা। অন্যান্যদের বক্তব্যের পর প্রধান অতিথি অধ্যাপক মতিয়ার রহমান কথা বলেন। বক্তব্যে ইসলাম ও সনাতন ধর্ম সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। হরিতলা পালপাড়া পূজাম-পের আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি গুরুদাস বিশ্বাস জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার পর জামায়াতের নেতা মতিয়ার রহমানসহ আরও কয়েকজন ম-পে এসেছিলেন। অধ্যাপক মতিয়ার রহমান তার বক্তব্যে তিনি আমাদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দেন। পরে গীতা থেকে একটি শ্লোক পাঠ করেন।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক মতিয়ার রহমানের সাথে সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

ভারতীয় পুরোহিত রামগিরি মহারাজ বিজেপি নেতা নিতেশ নারায়ণ এবং বাংলাদেশের পার্থ বিশ্বাস পিন্টু কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি এবং ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলির

বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর ) বিকেল ৫ টার দিকে মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে মেহেরপুর শহরের জেলা মডেল মসজিদ চত্ত্বরে থেকে এই মিছিল শুরু হয়।

“রামগিরির দুই গালে জুতা মারো তালে তালে”, “বিশ্ব মুসলিম অস্ত্র ধরো ফিলিস্তিন স্বাধীন করো”, “সাবিলুনা সাবিলুনা আল জিহাদ আল জিহাদ” সহ বিভিন্ন স্লোগানে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌর সভার সামনে এসে মিছিলটি শেষ হয়। পরে যেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও ইমাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজন অংশগ্রহণ নেয়।

জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি হযরত মাও. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি সাদিকুর রহমান, জেলা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি হাফিজুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মুফতি আবু বকর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাও. আঃ কাদের প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তিকারী ভারতের পুরোহিতকে দ্রুত গ্রেপ্তার এবং গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলীর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানান। সমাবেশ শেষে মুসলিম জাহানের শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও মাও. ইয়ারুল ইসলাম, মাও. খাইরুল ইসলাম, মাও. জাবের হুসাইন, মাও. গোলাম কিবরিয়া, মাও. মহসিন, মাও. মিনারুল ইসলাম, মাও. ইলিয়াস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নবী মুহাম্মাদ (সা:) ও ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ

ভারতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) ও ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সাধারণ ছাত্রের ব্যানারে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠ থেকে একটি একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ।

এতে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সমেনুজ্জামান সোমেন, শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান, মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ জুবায়ের হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ থেকে বক্তারা হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিশ্ব নবীর অপমান বরদাস্ত করা হবে না। এছাড়াও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করায় আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন শিক্ষার্থীরা।

ঝিনাইদহের বিষয়খালীতে ঈদে মিলাদুনবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী বাজার পুরাতন জামে মসজিদে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৪ হিজরী উদযাপন উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) শীর্ষক আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।